দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 21 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অমর একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী আ

রেজানুর রহমান ॥ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলে রে বাঙ্গালী ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। আজ অমর একুশে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী। আজ থেকে ৫০ বছর আগে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে অকুতোভয় বাঙ্গালী বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল ঢাকার রাজপথে। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেয়ার নজির পৃথিবীতে বোধকরি আর একটিও নেই। অমর একুশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাণী প্রদান করেছেন প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা।

অমর একুশে- এতদিন যা ছিল শোকের পাশাপাশি বাঙ্গালীর বিজয়ের দিন। আজ তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহান একুশে আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারাবিশ্বে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। পহেলা মে ঐতিহাসিক শ্রমিক দিবস পালনের কর্মসূচীতে যেমন গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয় শ্রমিক আন্দোলন এবং শিকাগো শহরের কথা, তেমনই আজ সারাবিশ্বে ইউনেস্কোভুক্ত ১৮৯টি দেশে গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হবে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, রক্তে ভেজা ঢাকা শহর, ভাষা শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, শফিউরসহ অনেকের নাম। প্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে যারা ঢাকার রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সেসব ভাষা শহীদের নাম পরম মমতায় স্মরণ করবে বিশ্ববাসী। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি- হৃদয়ছোঁয়া এ করুণ সুর দেশে দেশে ধ্বনিত হবে।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। ইতিহাসে দেখা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাস খানেক পরেই ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংগঠনটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় একটি পুস্তিকা- নাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত- বাংলা, না উর্দু?' পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে ওই সময়ে এই পুস্তিকায় নিবন্ধ লেখেন আবুল মনসুর আহমদ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম। এরই জের ধরে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় ছাত্র সমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। বিশেষ করে একই বছর মার্চ মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রমনা রেসকোর্সের জনসভা এবং ঢাকা

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একুশের প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন